



114424 - রজব মাসে রুপার আংটি পরা

প্রশ্ন

আমরা ফ্যামলিরি ভাই-বোন প্রত্যেককে রুপার আংটি দিয়েছি। আংটির ভেতরে অংশে কছু আরবী সংখ্যা অংকতি আছে। আংটিগুলো বিশেষভাবে রজব মাসে প্রস্তুতকৃত। আমি জানতে চাচ্ছি, এ ধরনের আংটি পরা কি ইসলামে আছে; নাকি নাই?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

পুরুষের জন্য রটপ্ননর্মতি আংটি পরা জায়যে যমেনটিনারীদরে জন্যেও জায়যে। ইমাম বুখারি (৬৫) ও মুসলমি (২০৯২) আনাস বনি মালকি (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা চিঠি লিখিলেন কথিবা লখিত চাইলেন। তখন তাঁকে বলা হল: তারা সীলমোহর বহীন কোন চিঠি পড়ে না। সে প্রক্ষেপিত তনি একটা রুপার আংটি বানালেন। তাতে লখো ছিল, ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ (অর্থ- মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল)। আমি যেনে তাঁর হাতে সে আংটির শুভ্রতা এখনো দেখতে পাচ্ছি।”

ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর ‘আল-মাজমু’ (৪/৩৪০) গ্রন্থে বলেন: “ববাহতি ও অববাহতি নারীর জন্য রুপার আংটি পরা বধৈ; যমেন তার জন্য স্বর্ণের আংটি পরা বধৈ। এটি সর্বসম্মত অভিমত। এটি যে, মাকরুহ নয়- সে ব্যাপারে কোন ইখতলিফ নহৈ। খাত্তাবী বলেন: নারীর জন্য রুপার আংটি পরা মাকরুহ। কারণ এটি পুরুষের আলামত। তিনি বলেন: যদি কোন নারীর স্বর্ণের আংটি না থাকে তাহলে সে নারী রুপার আংটি পরতে পারেন তবে জাফরান কথিবা অন্য কোন রঙ দিয়ে এটিকে হলুদ করে নবিনে। খাত্তাবী যা বলছেন: তা অসঠিক; ভিত্তহীন। সঠিক মত হচ্ছে- এটি পরা নারীর জন্য মাকরুহ নয়।”

এরপর বলেন: “পুরুষের জন্য রুপার আংটি পরা জায়যে। সে পুরুষ কোন রাষ্ট্রীয় পদে থাকুন কথিবা না থাকুন। এটিও সর্বসম্মত অভিমত। পক্ষান্তরে সরিয়ীর জনকৈ আলমে থেকে যে একটা মত বর্ণিত আছে যে- ‘রাষ্ট্রীয় পদাধিকারী কোন ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের জন্য এটি পরা মাকরুহ’ এমন অভিমত বচ্ছিন, কুরআন-হাদিসের দলিল ও সলফে সালহীনদের ইজমা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। আবদারিও অন্য এক আলমে এ বিষয়ে ইজমা বর্ণনা করছেন।” [সমাপ্ত]

আংটির উপরে নকশা করা ও কোন কছু লখোও জায়যে। তবে রজব মাসের সাথে এটিকে খাস করার কোন দলিল নহৈ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নকৈট্য লাভেরে বশ্বাস নিয়ে রজব মাসে আংটি পরল কথিবা বশ্বাস করল যে, এ মাসে আংটি পরার বিশেষ ফজলিত রয়েছে সে বদিআতে লপিত হল ও খারাপ কাজ করল।



আংটির উপরে এ বশ্বাস নিয়ে কোন কিছু লেখা যবে, এটি ভাগ্য পরবর্তন করবে, বদনজর দূর করবে, হংসা-বদ্বিষে রোধ করবে, জ্বনিকে তাড়াবে ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

সারকথা হচ্ছে- সাধারণভাবে আংটি পরা ও আংটিতে নকশা করা জায়বে। তবে যদি আল্লাহর নকৈট্য হাছলিবে জন্ম আংটি পরা হয় কথিবা বশিষে কোন একটি সময়কে আংটি পরার জন্ম খাস করে নয়ো হয় কথিবা বরকতবে নয়িতে আংটি পরা হয় কথিবা তাবজি হসিবে আংটি পরা হয় এগুলোর মধ্যে শরয়ি নিষিধোজ্ঞা আছে।

আল্লাহই ভাল জানবে।